

অধ্যক্ষ, মুন্সিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

জনাব মুঃ মতিউর রহমান সরকার



জনাব মুঃ মতিউর রহমান সরকার ১৫ মে ২০২৩ খ্রি. তারিখ অধ্যক্ষ পদে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন মুন্সিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মুন্সিগঞ্জে যোগদান করেন। ইতঃপূর্বে তিনি একই অধিদপ্তরাধীন অধ্যক্ষ পদে নেত্রকোনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নেত্রকোনায় ০৩ আগষ্ট ২০২০ খ্রি. তারিখ যোগদান করেছিলেন।

তিনি ১৯ এপ্রিল ২০০৪ খ্রি. তারিখে চীফ ইন্সট্রাক্টর (ওয়েল্ডিং) পদে একজন কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করিয়া জয়পাড়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা জেলায় কর্মরত ছিলেন।

জনাব মুঃ মতিউর রহমান সরকার, জাতীয় পরিচয়পত্র নং-১৯৭৩২৬২১৮০৪৬১৮৪৭৭, জন্ম তারিখঃ ০১ জুন ১৯৭৩ খ্রিঃ এর পিতা জনাব মোঃ আঃ গনী সরকার, মাতা জনাবা মোছাঃ জেলেখা খাতুন। তাঁর সহধর্মিণী জনাবা ডাঃ শরিফুন্নাহার একজন গৃহিণী। পারিবারিক জীবনে তিনি এক এক পুত্র ও কন্যা সন্তানের জনক।

## অধ্যক্ষের বাণী

দুটি স্লোগানকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি (ক) কারিগরি শিক্ষা নিন, আপনার দিন বদলে যাবে। (খ) কারিগরি শিক্ষা নিলে বিশ্ব জুড়ে কর্ম মিলে। বর্তমানে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রতি বছর ২২ লাখ তরুণ-তরুণী দেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে খুব কম সংখ্যক তরুণ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। আমরা যদি শিল্পোন্নত দেশগুলোর (জাপান, চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া) দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে তাদের উন্নয়ন হয়েছে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমে এবং দেশের যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে (কাজ শুরু হয়েছে)। সেসব এলাকায় এক লাখের বেশি শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হবে এবং আমার জানা মতে ওই শিল্প কারখানায় এক কোটি ২৭ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে পারলে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতেও সক্ষম হবে। তাই এদেশের জনগণের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ আপনার সন্তানদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলুন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করুন।

---

### Principal's message

I hold two slogans in my heart. (A) Take Technical education, your day will change. (B) If Technical education is taken, work is done all over the world. At present, there is no alternative to Technical education for the economic prosperity of our country. Every year, 22 lakh young men and women enter the labor market in the country. But it is unfortunate that very few young people get employment opportunities. If we look at the industrialized countries (Japan, China, Taiwan, Singapore, Malaysia) we can see that their development has taken place by building industries and transforming the country's youth into skilled human resources. 100 economic zones in Bangladesh in the next few years Will be established (work has started). More than one lakh industrial factories will be set up in those areas and as far as I know, one crore and twenty seven lakh people will be employed in those industrial factories. If the boys and girls of our country can transform themselves into skilled human resources by being educated in technical and vocational education, they will get employment opportunities at home and abroad, and will also be able to establish themselves through self-employment. Therefore, my humble request to the people of this country is to educate your children in technical and vocational education, develop them as skilled human resources and play an effective role in improving the socio-economic condition of the country.